দৈনিক আমাদের সময়
তারিখ ২৭ NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শম্ভুগঞ্জ জুট মিলস আদর্শ বিদ্যাপীঠ

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ●

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার শম্ভুগঞ্জ জুট মিলস আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাবিয়া খন্দকার বাদী হয়ে জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতে মামলাটি করেন।

বাদীপক্ষের আনইজীবী মো. জাকির হোসাইন জাকির জানান, বিচারক ড. মো. আমির উদ্দিন মামলাটি আমলে নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, শম্ভুগঞ্জ জুট মিলস আদর্শ বিদ্যাপিঠে অনুমোদিত ৭টি শাখার প্রতি পদে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। এরপরও প্রধান শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম ভুয়া শাখা দেখিয়ে সৃষ্টপদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্তে ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। ওই বিজ্ঞপ্তিমূলে মাবিয়া খন্দকার, রুকসানা বেগম ও দিলরুবা আক্তারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তখন তাদের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা উৎকোচ নেন মো. জাহাঙ্গীর আলম। পুনরায় ২০১৪ সালের ২ মে এমপিওভুক্তকরণের জন্য সহকারী শিক্ষক রুকসানা বেগম ও দিলরুবা আক্তারের কাছ থেকে আরও ৩ লাখ টাকা করে ৬ লাখ টাকা নেন। কিন্তু ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাদের এমপিওভুক্ত করা হয়া পরে অন্য সহকারী শিক্ষক মাবিয়া খন্দকারের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ৮ জুন আরও ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করেও তাকে এমপিও থেকে বঞ্চিত করেন।

প্রধান শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। একটি চক্র বানোয়াট অভিযোগ দিয়ে তাকে হয়রানিসহ ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেন তিনি।